ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআই'র 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া'র ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন কী?

উত্তর: বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন হল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০০১ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় বৈশ্বিক দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের বিশেষায়িত জ্ঞানকে একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট দুর্নীতির ক্ষেত্র বা ইস্যুর ওপর আলোকপাত করা হয়। এর আগে শিক্ষা (২০১৩) জলবায়ু পরিবর্তন (২০১০), পানি (২০০৮) ও বিচার ব্যবস্থা (২০০৬) ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

২০০৯ সাল থেকে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন' বার্ষিক প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয় না (স্বতন্ত্র প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের বছর ধরে নামকরণ করা হয় না, বরং বিষয় অনুযায়ী প্রকাশিত হয়)। এছাড়া, এই প্রতিবেদনে অন্য কোনো দেশের বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকে না। পুরো প্রতিবেদনটি www.transparency.org এ পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনে এখন নির্দিষ্ট ইস্যুতে নির্বাচিত কিছু কেস স্টাডি প্রকাশ করা হয়।

২. এক নজরে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' কী?

উত্তর: ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতি ও দুর্নীতির ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম হচ্ছে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া'। ক্রীড়াঙ্গনে সততা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশাল (টিআই) এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় দুর্নীতির মূল কারণগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। যে কোন ধরনের ম্যাচ পাতানোকে অবৈধ করা ও তা ঠেকানোর প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে গৃহীত পদক্ষেপ এবং করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে সহায়তা করে। একইসাথে ক্রীড়াক্ষেত্রে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণে উন্নয়ন আনতেও সহায়তা করে। এর মূল অনুসন্ধানী তথ্য ও সুপারিশগুলো ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মূল সুপারিশ হিসেবে সার-সংক্ষেপ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. এ প্রতিবেদন তৈরিতে কাদের অবদান রয়েছে?

উত্তর: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬০ এরও বেশি বিশেষজ্ঞ লেখক বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ১৫০ এরও বেশি সমমনা পর্যবেক্ষক। এছাড়া টিআই এর ১০টিরও বেশি ন্যাশনাল চ্যাপ্টার এতে অংশগ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি, ইউনেসকো, দ্যা কাউন্সিল অব ইউরোপ, সাপোর্টারস ডিরেক্ট, ফিফপ্রো, দি ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার অ্যাসোসিয়েশন, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইউনি ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটস, দ্যা ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক ছাড়াও অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞরা এতে অংশগ্রহণ করেছেন। ক্রীড়াঙ্গনের সকল খাত এবং দুর্নীতির আশঙ্কা আছে এমন সব ক্ষেত্র নিয়েই কাজ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর ন্যাশনাল চ্যাপ্টারগুলো। এই প্রতিবেদনের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক প্যানেলের সদস্যরাও মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

৪. প্রতিবেদনটি ক্রীড়ার কোন কোন ক্ষেত্রের ওপর পরিচালিত?

উত্তরঃ এ গবেষণা ক্রীড়াঙ্গনের যেসকল ক্ষেত্রের ওপর পরিচালিত হয়েছে তা হলো:
ক্রীড়া প্রশাসনঃ ক্রীড়াঙ্গনের স্বায়ত্তশাসনের নীতি; আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রশাসনে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বাধাগুলো; এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতির আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ, জাতীয় ফুটবল একাডেমি প্রশাসন, তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসন এবং চলমান ক্রীড়া প্রশাসনের সূচকগুলোর মূল্যায়ন।

বড় ক্রীড়া আসরঃ ক্রীড়াঙ্গনের বৃহৎ আসর যেমন: অলিম্পিক, বিশ্বকাপ ইত্যাদির নিলাম প্রক্রিয়া; কারা নিলাম করে ও কেন; বড় ইভেন্টের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো, এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের পর জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, ২০১৮ বিশ্বকাপ সামনে রেখে আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয় ও বড় অনুষ্ঠানগুলোর আভিজাত্য বজায় রাখা।

ম্যাচ ফিক্সিংঃ ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মনোযোগ কোথায় থাকা প্রয়োজন, বাজিকরদের ভূমিকা ও এর প্রতিরোধে করণীয় কী এবং এক্ষেত্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা।

অংশীজনদের অংশগ্রহণঃ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইএসও) কার্যালয়, বহুপাক্ষিক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান, পৃষ্ঠপোষক, ক্রীড়াবিদ, সমর্থক, সাংবাদিক ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তরা।

এছাড়া ফুটবল ও কলেজ পর্যায়ে খেলায় অর্থ, বাজার ও ব্যক্তিগত আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

৫. টিআই-এর সুপারিশগুলো কী কী?

উত্তরঃ এ প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপে টিআই-এর সুপারিশগুলো বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। এর শিরোনামগুলো নিচে উল্লেখ করা হল। আমরা সবগুলো পরিচ্ছেদই সতর্কভাবে পড়তে ও এ বিষয়ে যেকোনো প্রশ্ন নিয়ে যোগাযোগ করবার জন্য উৎসাহিত করছি। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করার ইমেইল ঠিকানা: gcr@transparency.org)

প্রশাসনঃ আইএসওগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক/বাণিজ্যিক কার্যক্রম আলাদা করা, নির্বাহী কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত নির্বাচন, নির্বাহী নন এমন পরিচালকদের প্রয়োজনীয়তা, নির্দিষ্ট মেয়াদ, সততার স্বতন্ত্র পর্যালোচনা, নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখার বিশেষ ইউনিট, আঞ্চলিক ও জাতীয় কাঠামোতে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের সংশোধনগুলো প্রয়োগ করা, ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতিবিরোধী নতুন কোনো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান চালুর সম্ভাব্যতা।

স্বচ্ছতাঃ তথ্য নীতিমালা দেখবার অধিকার, আইএসওগুলোর অর্থ ও জাতীয় পর্যায়ে তা বণ্টনের তথ্যগুলো পুরোপুরি প্রকাশ, সহজগম্য উন্মুক্ত তথ্য প্ল্যাটফরম, সর্বোচ্চ বেতন ও পে স্কেল প্রকাশ, প্রশাসনের পারদর্শীতা যাচাই করার যে টুলগুলো আছে তা মেনে চলা ও এর ব্যতিক্রম হলে তা জানানো।

অংশগ্রহণঃ অংশীজনদের তথ্য জানানোর জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখা, পৃষ্ঠপোষকদের সততা দল তৈরির জন্য একটি সামগ্রিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা, স্পন্সরগুলো যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বা কাজ করবে তা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার

প্রয়োজনীয়তা, সমর্থকদের সামগ্রিক মতামতের প্রয়োজনীয়তা, অর্থবহ সংশোধনের জন্য প্রশাসনের ভূমিকায় পরিবর্তন আনা।

বড় ক্রীড়া আসরঃ জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা; সুরক্ষা টেকসই মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে যার মধ্যে থাকবে দুর্নীতি নির্মূল, শ্রম, মানবাধিকার, পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়, ইভেন্টগুলোর দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সদস্যদের উন্মুক্ত ভোট, উৎসবের আগে ও পরে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইএসওগুলোর আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব স্বীকার, উৎসব পরিকল্পনা ও আয়োজনের তথ্যগুলো উন্মুক্ত থাকা, ক্রীড়া ইভেন্টের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য স্বাধীন ব্যবস্থা রাখা ও উৎসবের আভিজাত্য সংরক্ষণের জন্য কিছু মানদণ্ড রাখা।

ম্যাচ ফিক্সিংঃ কাউন্সিল অব ইউরোপের কনভেনশন অন দি ম্যানিপুলেশন অব স্পোর্ট কম্পিটিশনসে রাষ্ট্রগুলোর অনুমোদন দেওয়া, হুইসলব্লোয়ার পদ্ধতি চালু করা, ক্রীড়াঙ্গনে সততার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট থাকা যার মধ্যে থাকবেন ক্রীড়াঙ্গনের জাতীয় ন্যায়পাল, সন্দেহজনক যেকোনো কার্যকলাপ দেখলেই বাজিকরদের রিপোর্ট করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, এসব রোধ করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া সমিতি থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কোন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে?

উত্তরঃ এ প্রতিবেদনে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান রচিত একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রবন্ধের যৌথ প্রণেতা গবেষণা ও পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার রুমানা শারমিন ও মোহাম্মদ নূরে আলম। 'বাংলাদেশের ক্রিকেটঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং পাতানো খেলা' শিরোনামের এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ক্রিকেটে বিদেশী বাজিকরদের তৎপরতা, পাতানো খেলায় তরুণ এক ক্রিকেটারের শাস্তি এবং আম্পায়ারের সংশ্লিষ্টতা এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগে পাতানো খেলায় একটি ক্লাবের সংশ্লিষ্টতার উল্লেখসহ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনায় সুশাসনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে সংঘটিত দুর্নীতির অপরাধের বিচারে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধির অনুপস্থিতির তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট (আকসু) কে আরো শক্তিশালী করতে দীর্ঘমেয়াদী দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একই সাথে ক্রিকেটের জন্য একটি বিশেষায়িত স্বাধীন ন্যায়পাল ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও আহ্বান জানায় টিআইবি।

৭. এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রিকেট এর ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সুপারিশগুলো কী কী?

উত্তরঃ প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল ও কারিগরি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে 'দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট' এর স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ; বিসিবি'র দুর্নীতিবিরোধী কোড অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিবীক্ষণের ক্ষমতা বিসিবি'র আয়ত্তে থাকা; পাতানো খেলা, স্পট-ফিক্সিং এবং প্রতারণার অন্যান্য কৌশল নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে আইনী সংস্কার করা ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন করা; বিসিবি'র পরিচালনা উন্নততর করতে একে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তদারকির আওতায় নিয়ে আসা অন্যতম।

এছাড়াও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বিসিবি'র দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে (এসিইউ) সম্প্রসারণ করে শুদ্ধাচার ও দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটে পরিণত করা; ক্রিকেট খেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ, বিশেষত ফ্র্যাঞ্চাইজি, ব্যবস্থাপক, কোচ, অধিনায়ক, আম্পায়ার, স্পন্সর, দেশি বা বিদেশী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানদের আইসিসি'র দুর্নীতিবিরোধী কোডকে সমুন্নত রাখতে আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করা এবং বিসিবি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের নিকটতম পরিবার, এজেন্ট ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারীসহ সকলকে স্বপ্রণোদিতভাবে আয় ও সম্পদবিবরণী প্রকাশ এবং প্রদেয় তথ্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তরুণ ক্রিকেটারদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়।

৮. এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অংশের গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এই গবেষণায় বিসিবি কর্মকর্তা, খেলোয়াড় ও ক্রিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণমাধ্যমের সংবাদও ব্যবহার করা হয়েছে তথ্যসূত্র হিসেবে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৯. বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বিতর্কিত করতেই কি টিআইবি এই গবেষণা পরিচালনা করেছে?

উত্তর: না, বরং বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বিতর্ক ও কলুষমুক্ত, সুশাসিত ও সমৃদ্ধতর করতেই টিআইবি এই গবেষণা পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে এর থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে ২০১৩ সালে থেকে অ্যাডভোকেসি করছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৪ এর প্রেক্ষিতে টিআইবির অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা 'দুর্নীতিকে না বলুন' ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দলের অঙ্গীকার ও সৎসাহসের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তথাকথিত দুই স্তর বিশিষ্ট টেস্ট ক্রিকেট এবং সার্বিকভাবে ক্রিকেটে মুনাফাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে প্রভাবশালী কতিপয় দলের প্ররোচণায় আইসিসির উদ্যোগের বিরুদ্ধে সক্রিয় অ্যাডভোকেসি করেছিল টিআইবি যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

১০. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন অথবা অন্য কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে যোগাযোগ করুন: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org এবং এছাড়া 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' র বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে www.ti-bangladesh.org.